দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

66

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

নিরক্ষরের শিক্ষকতা

মুঃ মুহিব্বুললাহ্

নিরক্ষরের শিক্ষকতা! এ আবার কেমন কথা? যাঁর অক্ষর জ্ঞানই নেই তাঁর পক্ষে শিক্ষকতার মতো গুরুদায়িত্ব পালন করা কি করে সম্ভব? প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে জটিল। আর জটিল প্রশ্নেরই সার্থক জবাব দিয়েছেন শিক্ষামনোবিজ্ঞানীরা। তাঁরা প্রমাণ করেছেন শিক্ষা শুধু নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়েই আবর্তিত হয় না। তাঁদের মতে শিক্ষার সময়ঃ 'ফ্রম উম্‌র টু টুম্‌র'- মাতৃজঠর থেকে কবর পর্যন্ত। শিক্ষার স্থান" নট্ লিমেটেড্ উয়িদিন স্কুলস্ ওনলি" -বরং প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব অবস্থান ও প্রকৃতির বিচরণ রাজ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে তার শিক্ষা। আর শিক্ষাদান কার্যঃ শুধু শিক্ষকরাই ছাত্রদের নিকট 'ট্রান্সমিট্' বা চালান করেন না বরং ঐ 'উম্‌র থেকে টুম্‌র' পর্যন্ত যাবতীয় পরিবেশই চক্রাকারে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে প্রভাবিত করছে। শিক্ষার যাত্রা যদি মাতৃ-জঠর থেকে শুরু হয়, তবে শিক্ষকের ভূমিকায় যে মায়েরা রয়েছেন তাঁরা কি সবাই শিক্ষিতা? আবার প্রশ্নের মাথায় প্রশ্ন এসে যায়- তাহলে শিক্ষিতের সজ্ঞাটাই বা কি? এখানেও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীরা দু'টো প্রনিধানযোগ্য শব্দ ব্যবহার করেছেনঃ 'লিটার‍্যাসি' ও 'এডিউকেশন'। প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী হাসিল করা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যাঁরা শিক্ষিত তাঁরাই হলেন 'লিটারেট্'। কিন্তু যিনি লিটারেট্ তিনি অবশ্যই এডিউকেটেড হবেন- একথাটা শিক্ষামনোবিজ্ঞানীরা মানেন না। কারণ, তাঁরা এডিউকেটেড্ কথাটা আরো ব্যাপক অর্থে বুঝাতে চেয়েছেন। সামাজিক আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়, দায়-দায়িত্বে, দেয়া-নেয়ায়, ভাবে-প্রভাবে, আদান-প্রদানে, সাহায্য-সহযোগিতায়, হাসি-কান্নায়, সুখে-দুঃখে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, স্বার্থে-নিঃস্বার্থে, মতে-অমতে এবং ইত্যাকার জাতীয় কর্ম-কান্ডে ও চিন্তাধরায় যাঁরা 'এডিউকেশন' ফুটে উঠে না তিনি 'লিটারেট' হয়েও 'এডিউকেটেড' নন। ...ন্তরে প্রাকৃতিক নিয়মে অগনিত নিরক্ষর ...ব শিক্ষকের প্রভাবে যাঁরা ঐ সকল ...শোভিত তাঁরা লিটারেট্ না হয়েও ...টেড্। ইদানিং পক্ষ-বিপক্ষের তর্কে- ...তি প্রচলিত বিপরীতার্থক দু'টো ...ম হয়ে উঠেছে আর তা হলো- ... ও 'মূর্খ-পণ্ডিত'। শব্দ দু'টো ...ই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীদের ... কাছাকাছি।

...বিজ্ঞানীদের এ সকল তত্ত্বকথা ... করা আমার উদ্দেশ্য নয়- আর সে সাধ্যও আমার নেই। শুধু পৃথিবীর একজন নিরক্ষর-সর্বশ্রেষ্ঠ-শিক্ষকের শিক্ষাদান কৌশল ও উপস্থাপনার আধুনিক প্রক্রিয়া প্রকাশ করতেই আমি উপরের কথাগুলোকে পশ্চাদ্ভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছি।

কে এই সর্বশ্রেষ্ঠ নিরক্ষর শিক্ষক? নিঃসন্দেহে তিনি হলেন আমাদের রসূলে খোদা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। এখন প্রশ্ন হলো আল্লার রসূল কেন নিরক্ষর রইলেন?, সমসাময়িক আরবদেশে শিক্ষার চর্চা ও শিক্ষকের অভাবতো এতো প্রকট ছিল না। তাই যদি হতো তবে আল্লার পবিত্র কোরআন ও রসূলের বিশালকায় সপ্ত-খন্ড হাদিস যথাসময়ে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। আসলে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে কোন শিক্ষকের ছাত্র হিসাবে না রাখার মহান কৌশল সর্বজ্ঞানী আল্লারই। আর তাই স্বয়ং আল্লাই ছিলেন তাঁর শিক্ষক। আর খোলামেলা প্রকৃতিই ছিল তাঁর শিক্ষাগার। শিক্ষকের নিকট ছাত্রের দায়-দায়িত্ব থেকে হযরতকে মুক্ত রাখার জন্যই হয়তো মহান আল্লাহ্ সে ব্যবস্থা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরও তাঁর এক শিক্ষক সম্পর্কের একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত মনে করছিঃ

একদা বাদশাহ্ আলমগীরের দরবারে হাজির হলেন তাঁর শৈশবকালীন এক শিক্ষক। শিক্ষককে শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানিয়ে তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞেস করছিলেন বাদশাহ্ আলমগীর। শিক্ষক তাঁর অভাব-অভিযোগ ও বার্ধক্যজনিত সঙ্কট জানিয়ে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বাদশাহ্ তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন এবং রাজকোষ থেকে তাঁর মাসিক ভাতার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে সসম্মানে বিদায় করলেন। এরিমধ্যে প্রায় বছরখানেক গড়িয়ে গেছে। বিজিত রাজ্যের জায়গীরদারী বন্টনে একদিন বাদশাহ্ ব্যস্ত রয়েছেন সভাসদ্‌দের নিয়ে। দেখাগেলো দরবারগৃহের এক কোনে উপবিষ্ট তাঁর সেই শিক্ষক। কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেই শিক্ষক আবদার জানালেন তাঁর নামেও একটি জায়গীর বন্টনের। ন্যায়নিষ্ঠ বাদশাহ্ মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন। সভাসদ্‌দের বিদায় দিয়ে নিরালায় শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ ওস্তাদজী! আপনি আমাকে কী কী শিক্ষা দিয়েছেন? লোভ সম্বরণ? ন্যায় বিচার? যুদ্ধ বিদ্যা? রাজ্য বিস্তার? প্রশাসন? রাজ্য শাসন? ....না, ইত্যাদি কিছুই আপনি আমাকে শিখান নি। অথচ আমার নিকট আপনার এতো দাবী! মাত্র সে দিন আপনার জন্য যা যা করেছি তাতে তো মৃত্যুপর্যন্ত আপনার উৎকণ্ঠিত হওয়ার কিছু দেখছি না। এতো অল্পের বিনিময়ে আপনার এতো বেশি আশা? শিক্ষকতা কি ব্যবসা?

উপরের উদাহরণ থেকে মনে হয় নবিজীকে কারো শিষ্যত্ব থেকে রক্ষা করার কৌশল এখানেই। তাই আল্লাহ্ নিজেই নিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষকতার ভার; সমস্ত প্রকৃতিকে তুলে ধরেছিলেন তাঁর সামনে পুস্তকের পাতা হিসেবে আর তাঁকে দিয়েছিলেন এক চিন্তাক্লিষ্ট ও ভাবুক মন। অবশেষে তাঁকে বানিয়েছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নিরক্ষর শিক্ষক। এবার দেখা যাক এই শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি কেমন ছিলঃ

একদিন নামাজ শেষে নবিজী সাহাবীদের নিয়ে বসেছেন মসজিদের আঙিনায়। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের দৃষ্টিতে যাদেরকে মনে হয় পাক-পবিত্র ও নিক্কার অথচ আল্লার দৃষ্টিতে তার বিপরীত, এমন কিছু লোকের উদাহরণ দেবেন কি?' স্মীত হাস্যে নবিজী বললেনঃ 'এরা হলেন শিক্ষক,' একটু থেমে বললেন, এঁরা হলেন দাতা', আবার একটু থেমে বললেন, 'এঁরা হলেন যুদ্ধা'। উৎকণ্ঠিতচিত্তে সাহাবীরা বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসুল! এরা সবাইতো আল্লাহ্‌র নিক্কার বান্দা'। প্রতি উত্তরে নবিজী বললেন, "আমি সেই শিক্ষকদের কথা বলেছি যারা শিক্ষাদান করেছে শুধু নিজের বিদ্যা জাহির ও ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ হয়ে, আদর্শ মানুষ সৃষ্টির সাধনায় নয়। আমি সেই দাতাদের কথা বলেছি যারা দান করেছে নিজের অর্থের মহিমা প্রকাশে ও নাম খোদাইয়ের মানসে, নিঃস্বার্থে ও আল্লার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে নয়। আমি সেই যোদ্ধাদের কথা বলেছি যারা আগ্রাসনের ভূমিকা পালন করেছে পররাজ্য লোভে ও নিজ শৌর্য-বীর্য প্রকাশার্থে, আত্মরক্ষা ও আল্লাহ্‌র ধর্ম রক্ষার্থে নয়। এই শ্রেণীর শিক্ষক, দাতা ও যোদ্ধা আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহনীয় নয়। কাল ক্বিয়ামতে এদের পা ধরে মুখের উপর টানা হবে এবং দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।'

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক হতে হবে অতি নিবিড়। আর এই নিবিড়তা গড়ে উঠে শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রাণের আকুলতা ও পারস্পরিক সম্মান ও স্নেহকাতরতার মধ্য দিয়েই। উল্লেখিত হাদিসটিতে সাহাবী তথা শিষ্যদের কৌতুহল সৃষ্টি ব্যাপারে নবিজীর বাচন-ভঙ্গি ও বাক-কৌশল লক্ষণীয়। মানুষের দৃষ্টিতে কোন্ ভাল লোক আল্লার দৃষ্টিতে মন্দ, তা বলতে গিয়ে হযরত প্রথমে কাউকে বিশেষিত না করে ব্যবহার করেছেন তিনটি সাধারণ শব্দ -'শিক্ষক', 'দাতা' ও 'যুদ্ধা'। আর তাতেই কৌতুহলোদ্দীপ্ত করেছেন শ্রোতাদের। তাদের জানার আগ্রহকে আরো শানিত করেছেন। অতঃপর ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট লোকদের চিহ্নিত করেছেন। শেষের কাজটি যদি পূর্বাহ্নে করতেন তবে আলোচনা পর্বটি এতো হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতো না। সর্বাংশেই শিক্ষাদান পদ্ধতিটি আধুনিক 'কন্‌ভারসেশন ও কোয়েস্‌চন-আন্‌সার মেথড'-এর মতো।

রসূলের অগনিত হাদিসে এই শিক্ষাদান কৌশল ও পদ্ধতি প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এই বিশেষ হাদিসটি আলোচনার্থ বেছে নেয়ার উদ্দেশ্য হলো এতে শিক্ষকরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আমরা, যারা শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী আছি তারা এতে করে আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ পাবো বলেই আমার বিশ্বাস।

(প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, গবর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা)